সংবাদ

তারিখ ২৪ NOV ২০১৭
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

গাইবান্ধা : রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে গত রোববার শহরে লাল পতাকা মিছিল ও সমাবেশ -সংবাদ

পিইসি গণিত পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব!

প্রতিনিধি, সরিষাবাড়ী (জামালপুর)

জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার শেষ দিনে কেন্দ্র সচিবের সহযোগিতায় নকলের জমজমাট মহোৎসব লক্ষ্য করা গেছে। উপজেলার পিংনা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শনে গত রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ চিত্র দেখা যায়। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানাযায়, উপজেলার ৮টি ইউপির ও পৌরসভায় মোট ১৩টি কেন্দ্রে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি পর্যায়ে ৬ হাজার ১৮০ জন পরীক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৫নং পিংনা ইউপির পিংনা উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে ২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৬১৪ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল।

পরীক্ষার শুরু থেকেই ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব নাসির উদ্দিনের সহযোগিতায় প্রতিটি কক্ষে নকলের জমজমাট মহোৎসব চলে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কক্ষ পরিদর্শক ও অভিভাবকেরা অভিযোগ করেন। গতকাল রোববার শেষ দিন গণিত পরীক্ষা চলাকালে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ওই কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, তিন তলা ভবনের পেছন পাশের দু, তলা বেয়ে ওঠে বহিরাগত কয়েকজন যুবক কক্ষের ভেতরে নকল সরবরাহ করছে। আর বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে ভবনের পেছনে কয়েকজন নকল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীর ঘেষে প্রধান সড়ক দখল করে জটলা

সরিষাবাড়ী

বেঁধে রাখে কয়েকজন। এ সময় দায়িত্বরত একজন পুলিশ সদস্যকে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে বারান্দা দিয়ে হেটে টয়লেটের পাশ থেকে নকল নিয়ে কক্ষে ঢুকতেও দেখা গেছে। কেন্দ্র সচিব নাসির উদ্দিন বারান্দা দিয়ে হাটাহাটি করাকালে কক্ষগুলোতেও হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে নকল চলে। এ সময় কয়েকজন সংবাদকর্মী কেন্দ্রে গিয়ে ছবি তুলতে গেলে বহিরাগত এবং দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের ছোটাছুটি শুরু হয়। পরে বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইয়েদ এজেড মোরশেদ আলীকে জানানো হলে ঘটনা স্থলে একজন পুলিশ কর্মকর্তা পাঠান। এ ব্যাপারে কেন্দ্র সচিব ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, এ খানে সবচেয়ে ভালো পরীক্ষা চলছে। আপনারা যখন এসেছেন তখন হয়তো একটু সমস্যা হয়েছে। আমার ভাই একজন সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা , বিষয়টি আমাকে না জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বলাটা আপনাদের ঠিক হয়নি। এদিকে সাংবাদিক দের সামনেই পাঁচ-সাতজন পরীক্ষার্থীর দেহ তল্লাশি করে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সেলিম হোসেন বেশকিছু কনল জব্দ করেন। এ ব্যাপারে তিনি জানান, কেন্দ্রে একজন মাত্র পুলিশ সদস্য থাকায় বাইরে একটু বিশৃঙ্খলা হতে পারে। আর আমার একার পক্ষে কতটুকু বা করার আছে। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল হালিম বলেন, বিষয়টি শুনেই তাৎক্ষণিক কেন্দ্র সচিবকে সতর্ক করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইয়েদ এজেড মোরশেদ আলী জানান, বিষয়টি জানার পর কেন্দ্রের পরিবেশ রক্ষায় শিক্ষা কর্মকর্তা ও পুলিশ পরিদর্শকে প্রয়োজানীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।